স্বনির্বাচিত কবিতা

রাদ আহমদ

মেঘনা পাড়ের বণিক

ফরটি ফাইভে তুমি যখন বেড়াতে গিয়েছ
সাফারি স্যুটের ছাই সুতাতে চমকে গিয়েছ
দুই পারে তার আনত গাছ ভিতরে মাটির বাড়ি
সেখান থেকে উঠে আসল চরম আধুনিকা
তারা সবাই দাঁতে কামড়ে নড়াল বাড়ির ভিত
তখন তুমি সবুজ তুমি কলাপাতা রঙ ডাটসান
অথবা একটা মেরুন-রঙা আশি দশকের গাড়ি
শিয়াল সবাই । চতুর পুরা গাড়ি ভরা পান সুপারির ঘ্রাণ
তুমি হয়েছ চটুল তুমি মেঘনা পাড়ের বণিক
কেমন ধূসর সরোদ এবং পুরনো বাংলা গান
তুমি তখন শুয়োর তুমি গোঁয়ার যেন এক
নানা রকমের কনস্ট্রাকশনে বললে, ‘কাটি সাঁতার চলো’
সেই আহবানে ডুবে মরিছে বিদেশ দেশের বান্ধব সেই
বাতাসে ছুটে মরছে যত চৌকা রসিক কালো চশমা
বেণীতে ব্যান্ড বেঁধেছে কিশোরী ব্যান্ডটা গোলাপি
বেণীর গায়ে তোমার ঝলক রূপালি জরুরী

[‘এ বিকাল হাতিদের জিরাফের’, পুস্তিকা, ঘোড়াউত্রা প্রকাশন, ২০২০ - এ প্রকাশিত। মূল কবিতার শিরোনাম ‘রুপালি জরুরী’ থেকে বদলে ‘মেঘনা পাড়ের বণিক’ করেছেন লেখক]

ফুলের রঙিন রেণুগুলি

আমাকে সজোরে জাঁতা দিয়ে ফুলের রঙিন রেণুগুলা
আমাকে সজোরে জাঁতা দিয়ে গাড়ির বনেটে ফুলের রঙিন রেণুগুলি
দুপুরবেলাতে ওরা কক্সবাজারে বেড়াতে গেছে খুব
গাছের কষের সাদা দগদগে রোদে যেই সৈকত শহর
ভাসতে থাকে প্রায় প্রায় একটা বাতাসের প্রবাহের মধ্যে থাকে সাথে
আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিদের কিছু একটা ঘটনা আছে
বলে শুনছিলাম ধরো প্রতিটা জনেকে মনে হয়
জ্ঞান-কেন্দ্র ওরা সানগ্লাস পরা ওরা দুপুরবেলাতে অত্যধিক
কড়া করে ভাজা মাছ ভাজি
খায় সবুজ প্লাস্টিকে ঢাকা হালকা টেবিলে হালকা অসংখ্য বিয়েবাড়ি
আরও কিছু আছে হয়ত ফুলের রেণু ঘটিত বছরের
নির্দিষ্ট সময়
মোটামুটি বাঙময় পৃথিবীর সমস্ত মিটিঙে
হাঁসফাঁস করা চলচ্চিত্র হলে তুমি প্রেজেন্টেশন হলে তুমি

জোর দিয়ে গাড়ির বনেটে চেপে রাখা ফুলের রঙিন রেণুগুলি তুমি

[‘এ বিকাল হাতিদের জিরাফের’, পুস্তিকা, ঘোড়াউত্রা প্রকাশন, ২০২০- এ প্রকাশিত]

ডিনার ওয়াগন

আমরা সাদা ফুল-কাপেতে চা খাব
তার সাথে জন-গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে কথা বলব, ধরো
ফেমিনিজম। নারীর স্বাধীনতার নানা পর্যায় বা ধাপ

বলব ঐ উপন্যাস ভালো লেগেছে কেননা ওর ভিতরে নানা চরিত্র
একটু পরে পরেই খালি সিগারেট ধরায় খরগোসের লম্বা কানের কথা
কেন যে মনে পড়তেছিল সবকিছু তো ঠিক-ই ছিল লম্বা সাদা
গ্লাসগুলাকে টেবিলে জুরে দেখ কেমন
উচ্ছন্ন ভঙ্গিমায়

সোজা দাঁড়ানো । দাঁতাল সাপে বর্ষাকালে কাকে কাটল - এই কথাটা
চন্দ্রালোকে জমাট বাঁধা গুমরে থাকা কুড়ে ঘরের ছাউনি কাঁধে নিয়ে নিয়ে
বলব ধরো, এই যে ক্রমাগত নগর এগিয়ে যেতে থাকলে পরে এক সময় আর কখনও

ভৌগলিক সীমানা ধরে নগর চিহ্নিত হবে না। নগর হবে
অর্থনীতি ক্ষেত্রে যাঁরা অল্প গুটি কয়েকজনা মানুষ ধরো যেমন জেমস
বন্ড হয়েছে - মারাত্মক তীব্রতায় তারা তরুণ জেমস বন্ড হয়েছে

কড়ি ক্রেডিটে ইলেকট্রনের আলোকচ্ছটা

যেই হোটেলে সাদা কভারে বিছানা ঢাকা, উষ্ণ সাদা তোয়ালে সেই পুরা ঘরটাই
নগর। সেই তাকেই বলা যেতে পারে সে নতুন-ধারা শহর সে-ই
পুরনো সিটি স্টেটের গায়ে লতিয়ে ওঠা রাষ্ট্র যার সীমানা ধরে ধরে কেবল বেয়ে উঠেছে বিষ হয়েছে
হেসেছে পশ্চিমেতে ঢলে পড়েছে রূপকথার সাদা কমলা
লাল সূর্য আমি তখন পাকা কাঠের মজবুত ও ভিক্টোরিয়া

কালের বাঁকা নকশা আঁকা ডিনার ওয়াগন ক্রয় করার প্রস্তুতিতে
সিরামিকের জন্য যাচ্ছি ধরো হাতিরপুল

[অসংকলিত]

তুমি ঐ দেশের ফ্রি এ্যাপ- টা ইউজ করতেছ

তুমি ঐ দেশের ফ্রি এ্যাপ- টা ইউজ করতেছ - ওইটা তো আসলে ওখানকার

গোয়েন্দা সংস্থার একটা তথ্য সংগ্রহের কানুন
তোমার কি- প্রেস গুলা, প্রেফারেন্স, এই যে সকালে 'লা পুন্টামিন্টো' শুনলা

একটা কিশোরী মুরগির মতো বারে বারে উদ্যমশীল তোমার আবেদনগুলা
সাতমসজিদ রোডে
আবাহনী মাঠে নির্লিপ্ত ক্যানের কোক নিয়া বিকালকালীন প্র্যাকটিস দেখা

বাড়িতে অসুস্থ জন - তার অসুস্থতা টের পাওয়া কেবল দেয়াল ঘড়ির
সেকেন্ডের কাঁটা ছাড়া তার অস্তিত্ব একেবারে নাই বললেই চলে প্লেনের

ডানা যত মেঘ কেটে কুয়াশাময় বাস্তবের উপ্রে দিয়া
যোজন যোজন দূরে - প্রত্যেক ১১ মাইলেই নাকি মানুষের মুখের ভাষায়
অন্তত একটা

পরিবর্তন পাওয়া যায়
একটা গভীরতা - এ সকল একেবারে কিরামান কাতিবিনের খাতার মধ্যে

রেকর্ড হইতেছে হা: হা:
যে কফি তুমি অর্ডার দিছ

যে ভঙ্গিতে সরায়ে নিছ রক্তিম মুখ
যে আওতায় একটা সুন্দর শিশুর উদ্যমতায় কোনো অর্থ খুঁজে পাইছো
পৃথিবীর

সেটা পৃথিবীর অন্য পারে একটা স্টোরেজের মধ্যে জমা
থাকুক না।

সমস্যা কী?

['বালু নিয়া আইস বন্ধু ট্রলারে করিয়া', প্রকাশক: উড়কি, ২০১৯- এ প্রকাশিত]

গাঢ় দুপুরের দাঁড়কাক

কম্বল গুছিয়ে আর বাড়ি যাওয়া না বরং গোছানো কম্বলটা দেখ কিরকমে হাসতেছে ওকে উপহার দেয়া যেতে পারে উপহার হিসাবে হস্তান্তরিত হবে সেই আনন্দে কিরকম আনন্দিত দেখ তার সাথে খেই ধরো ধূয়া ধরো গানের তোমার

বাড়িটা আসলে কই তাকে কত তীক্ষ্ণ ভাবে চেহারা দেয়া সম্ভব গাঢ় দুপুরের দাঁড়কাক তোমার বাড়িটা ছিল নারায়ণগঞ্জের ডকইয়ার্ড বন্ধের সময় খচিত হতেছিল চেহারার বলিরেখা আর কৌতুকগুলা আসলে কিছুটা আক্ষেপ আর হতাশা অজানা দুপুরে গরম রঙে মানে লালাভ কিংবা হলুদে আমেজে সাফারি স্যুটের

দিন আজ থেকে ঝরাপাতাদের গা থেকে টেনে নিতেছে রস দেখ আনন্দিত ও ছড়ানো কম্বলের উপহারের ব্যাগখানা যেরকম লাল হাসতেছে তাকে উজ্জ্বল ঝলকওয়ালা পলিথিনের বা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরো আরো দেখ বাড়ি তাড়াতাড়ি সজ্জিত হতেছে নির্মানাধীন ফ্লাইওভারের নিচে তোমার বাড়ি ও অধিকারের দ্রব্যসমূহ তাদের আত্মার সব রস শুষে মরে ছাই গুড়া হয়ে তালু ভরা নাচো হাজার দরিদ্র নারীর ক্যারিয়ারের মিডিয়া নর্তক তুমি

দেড়শ ফোন নম্বর সর্বদা পকেটে থাকে ও ধর্মসম্মত যে নাম তোমার গুরুজনে রেখেছিল সেই নাম খরগোস দেখ রস খেতেছে সে কমলা গাজর

[‘এ বিকাল হাতিদের জিরাফের’, পুস্তিকা, ঘোড়াউত্রা প্রকাশন, ২০২০- এ প্রকাশিত।]

আমাকে একটু ফুসফুস করে করে

আমাকে একটু ফুসফুস করে করে
বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া গাড়ির ভিতরেটা।

লাল জামা কাঁধে তার - সিলাইয়ের উপ্রে দিয়া
কানের পাশটা দিয়া সামনে থেকে আসতে থাকা
ট্রাক
আসতে থাকা মহিষের দোলনার উপ্রে দিয়া
দিনভর জঠরে বাঁধা শৈল্পিকতার পোটলা বাঁধা
যাইতেছিনু কুঠিবাড়ি
তার ক্যাঁচর ক্যাঁচরে কত
বেঁধেছি রঙিন ঘর সবুজে জঠরে গাঢ়
হলুদের ঘ্রাণ মাখা যে পাখিটা ডাকিলে বৃষ্টিকে
থেমে যেতে হয় সে পাখি ডাকিলে তাকে চলে যেতে হয়

[অসংকলিত]

===